পাঠক ফোরাম

ঢাবি রাজনীতি

একশ্রেণীর শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টি আবারো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বর্ণের শিক্ষকদের কোন্দল বিশ্ববিদ্যালয়কে পিছিয়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। আগামী অক্টোবরের শেষ নাগাদ যদি ঢাবি খোলা হয় তাহলে একজন সাধারণ ছাত্র কতোটা পিছিয়ে পড়বে, সেশনজটের সম্মুখীন হবে তা কি প্রিয় শিক্ষকরা একটিবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন?

রনজিৎ বিশ্বাস
গোপীবাগ, ঢাকা

হায়রে সরকার!

অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল খুব প্রিয় একটি টিভি চ্যানেল একুশে। আমার এ ছোট্ট সাধারণ হৃদয়ের আবেগ সরকারের কর্ণকুহরে পৌঁছানোর আগেই অনেক দীর্ঘশ্বাসের ভিড়ে দলিত-মথিত হবে তা জানি, তবুও একটা অভিমান মিশ্রিত জিজ্ঞাসা বিচরণ করছে মস্তিষ্কে। এতো ক্ষমতা সরকারের, এতো ব্যাপক তার কার্যক্ষেত্র, এতো বিশাল যার অবস্থান সে কী ইচ্ছে করলেই বৈধ লাইসেন্সবিহীন একুশে টিভিকে বৈধতা দিতে বা বৈধতা প্রদান করার অপশন দিতে পারতো না? নিয়মের উৎপত্তি যদি মানুষের জন্যই হয় তবে লাখ-কোটি জনগণের দাবির দিকে তাকিয়ে জনগণের সরকার দাবি করা বর্তমান সরকার কি আমাদের সবচেয়ে প্রিয় দেশী টিভি চ্যানেল ইটিভির প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারতো না? ডিশের সুবিধা গ্রহণ করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক টিভি দর্শকের একটি সুবিশাল অংশকে এভাবে বিটিভির দিকে তাকাতে বাধ্য না করলে সরকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আস্থা তাদের বাড়তো বৈ কমতো না– তা সুনিশ্চিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

শামীম আনসারী সুমন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

তারুণ্যের দীপ্তি

'তরুণ' কথাটির সঙ্গে এক ধরনের মাদকতা মেশানো থাকে। উচ্চারণ মাত্রই বুক ভরে যায়, চোখের তারায় চিক্ চিক্ করে আশার আলো। এরা বিশ্বমাতার স্নেহাঞ্চল ছিঁড়ে ফেলে তৈরি করে অসম্ভব জিনিস। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ মাটির, এ ধরণীমাতার। অবনীতে সর্বত্রই তারুণ্যের করুণ সুর মূর্ছনা, সর্বত্রই নীড়হারা তারুণ্যের আহাজারি। ক্লান্তি আর হতাশায় আকীর্ণ তাদের জীবন। আমাদের দেশের হাজারো তরুণ বিদিশাগ্রস্ত, স্বপ্নে বিভোর, বাস্তবতায় পরাজিত, না পাবার ব্যথায় জর্জরিত। ভ্রান্ত এবং বিকৃতির ঘোরে আছন্ন মানুষের কাছ থেকে শিখে নিতে হচ্ছে বাস্তবতার সংজ্ঞা। বিকাশমান তরুণ সমাজ ধ্বংসশীল সময়ের গহ্বরে দাঁড়িয়ে। একদিকে তারুণ্যের তাগিদ– জিততেই হবে, পারতেই হবে, অন্যদিকে সমস্যার গিরিখাতে পাড়ি দেয়া তারুণ্য ঝিমিয়ে পড়েছে। আমরা সমস্বরে সবাই বলতে চাই– 'তারুণ্যকে বাঁচাও, সৃষ্টির দরজা প্রশস্ত করো।'

নাসির উদ্দীন বিশ্বাস
মিরপুর, ঢাকা

শুভেচ্ছার্থে সমালোচনা

সাপ্তাহিক ২০০০ পড়তে পছন্দ করি এবং এটিকে একটি মানসম্পন্ন পত্রিকা বলে মনে করি বলেই এর ছোট্ট দু'টি ত্রুটি-দুর্বলতা ধরিয়ে দিচ্ছি। ১. ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট-চ্যানেল, ব্রডব্যান্ড ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে সম্প্রতি ২০০০-এ যে শব্দটি বার বার এসেছে তা হলো ইংরেজি শব্দ Cable। এই বিদেশী শব্দটির সঠিক উচ্চারণ বাংলা হরফে বানান করা সম্ভব না হলেও, 'কেব্‌ল্' অথবা 'কেইব্‌ল্' লিখতে সঠিক উচ্চারণের খুব কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। সত্যি বলতে, 'কেইব্‌ল্' উচ্চারণটাই বেশি কাছাকাছি। সরলতার সুবাদে হসন্তগুলো বাদ দিলে হবে 'কেইবল'। কিন্তু কোনোক্রমেই 'ক্যাবল' নয়, যা ব্যতিক্রমহীনভাবে ২০০০-এ লেখা হচ্ছে। ২. এরকম আরেকটি শব্দ ২০০০-এ প্রায়ই লক্ষ্য করছি– 'টানানো আছে', 'টানিয়ে রাখা' ইত্যাদি। সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত অনেক ভুল শব্দের মধ্যে এটি একটি। 'টানানো' বলে কোনো বাংলা শব্দ নেই, আছে 'টাঙানো'।

নওরীন আহসান
ঢাকা

সাংঘাতিক

একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে লিখছি। এক পরিচিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর অফিস কক্ষে তথাকথিত এক ভুঁইফোঁড় সাংবাদিক এলেন, যিনি কিনা পূর্ব থেকেই ঐ ব্যবসায়ীকে নারী কেলেঙ্কারি, খুনের মামলাজনিত হয়রানি ইত্যাদিতে জড়াবার হুমকি দিয়ে চাঁদা চেয়ে আসছিলেন। অথচ জীবনের মধ্যগগনে থাকা এই ব্যবসায়ী ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, উদার একজন মানুষ। মনে হলো তিনি তার উদারতার ফাঁদে পড়ে গেছেন। ইতিমধ্যে চাঁদা না পাওয়ায় উক্ত সাংবাদিক অখ্যাত এক পত্রিকায় অসৎ খবরের কাদা মেখেছেন ঐ ব্যবসায়ীর ললাটে। আমার বিশ্বাস, এমনি পরিস্থিতিতে পড়েছেন দেশের আরও বহু ব্যবসায়ী, গুণী-সম্মানী মানুষ। এ প্রেক্ষিতে দেশের সচেতন সাংবাদিক মহল এবং আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের যথার্থ সুদৃষ্টি আশা করছি।

অবাক
mirana@hotmail.com

সংস্কৃতির অবক্ষয়

আমরা কথায় কথায় দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার কথা বলি। কেননা এ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি হাজার বছরের পুরনো। কিছু শিক্ষিত শ্রেণীই সংস্কৃতি নিয়ে এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা বলেন। অথচ তথাকথিত এ শিক্ষিত শ্রেণীই সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি বিস্তৃত করছেন দেশজুড়ে। পোশাক আশাকে সবদিকেই চলছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চর্চা। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতিতে লুঙ্গি, গামছা, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শার্ট-প্যান্ট এগুলো ছেলেদের জন্যই শোভা পায়। পক্ষান্তরে, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি-চুড়ি এগুলো মেয়েদেরই মানায়। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য স্টাইলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গামী কিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এ ধরনের নজির পাওয়া যায়। টিশার্ট, জিন্স পরিহিত মেয়ের এখন আর অভাব নেই। অপরদিকে

ছেলেদের মধ্যে চুল বড় রাখা, চুড়ি-গহনা পরা একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবখানা এমন, 'এখন আর দেশীয় সংস্কৃতি নয়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে গর্ববোধ হয়।'

মোঃ শহীদুল ইসলাম বাচ্চু
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নীল দংশন

সোনারগাঁও থানার জামপুরে হীরা সিনেমায় দীর্ঘদিন যাবৎ নীল ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। অথচ সিনেমা হলের আশপাশে তিনটি হাইস্কুল ও প্রায় ৭-৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে করে উঠতি বয়সের কচিমুখগুলো বিভিন্ন প্ররোচনায় হলে ভিড় করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অকালেই ঝরে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়েছে। আমরা জানি না কিভাবে কর্তৃপক্ষ এ উদাসীনতার পরিচয় দিলো। হল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত প্রভাবশালী বিধায় স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদ তার দাপটে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তাই এলাকার গণমানুষের পক্ষ থেকে জাগ্রত বিবেককে বাঁচানোর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি– অনতিবিলম্বে হীরা সিনেমা হল থেকে নীল ছবি প্রদর্শন বন্ধ করার জন্য।

কামরুল হাসান
সোনারগাঁও

সেবার মান

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ক্লিনিক, এক্স-রে, প্যাথলজি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর সেবার মান উন্নত নয়। এদের অনেকেই যে সরকারি নিয়মনীতি মানছেন না এবং কেউ কেউ যে লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ অনেক পুরনো। কোনো কোনো অসৎ ব্যবসায়ীর কারণে চিকিৎসা সেবা এখন চিকিৎসা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। অনেক টাকা খরচ করে এসব ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়ে মানুষ চিকিৎসার নিম্নমান ও কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারের কবলে পড়েন। এতে সরকারি হাসপাতাল যেমন সেন্টারে চেকআপের জন্য পাঠান, তেমনি সরকারি হাসপাতালগুলোর মান নিম্ন হচ্ছে, হচ্ছে মান ক্ষুণ্ন।

সৈয়দ সাইফুল করিম
মিরপুর-১, ঢাকা

সীমানা পেরিয়ে

যে দেশটি দুর্নীতিতে বিশ্বের প্রথম স্থানটি দখল করে আছে, সে দেশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে একটি শীর্ষ দুর্নীতি উল্লেখ করা কষ্টকর। যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং তার অবস্থান সবার উর্ধ্বে, সেই দেশের সুনাগরিকরা দেশে তো বিভিন্ন কুকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলই, প্রবাসে এসেও তারা থেমে থাকেনি। এমনই একটি ছোট বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরছি ২০০০-এর পাঠককুলের সামনে। চলতি বছরের মার্চ মাসে মালয়েশিয়ান সরকার অবৈধ অভিবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের যেন একটা হিড়িক পড়ে যায়। বিশেষত বাংলাদেশীদের এই হুজুগে এখানে বসবাসরত একশ্রেণীর অসৎ হুন্ডি ব্যবসায়ী নেমে পড়েন জাল টাকা (বাংলাদেশী মুদ্রা) বিতরণে। এসব অসৎ ব্যক্তির কল্যাণে নিরীহ প্রবাসীরাও রেহাই পেলো না। যারা দেশে ফিরছিলেন তাদের কাছে এসব জাল টাকা বিনিময় করতে থাকেন। এসব প্রবাস ফেরত অনেকেই দেশে গিয়ে এ টাকা ব্যবহারের সময় ধরা পড়ে জেল খেটেছেন, জরিমানা দিয়েছেন। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদের শিকার হয়ে হাজার হাজার প্রবাসী তাদের নির্মম পরিশ্রমের বিনিময়ে দেশে বয়ে নিয়ে গেছেন জাল টাকা।

মনির, পোর্ট ক্লাং, মালয়েশিয়া, E-mail- Monir 212@Yahoo.com.

চাই শিক্ষা

নির্বাচন কমিশন আগামী জানুয়ারিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কাজ অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে সরকারের একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। আমি মনে করি, সরকারকে এ ব্যাপারে আরও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। যেমন আওয়ামী সরকার ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ড থেকে ৯টি ওয়ার্ড এবং মহিলা প্রতিনিধিদের সরকার মনোনীত না করে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ইত্যাদি আইন করে প্রশংসা অর্জন করেছিল। বর্তমান সরকার যদি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পূর্ববর্তী প্রার্থী ব্যতীত নতুন কোনো ব্যক্তি প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীকে এইচএসসি পাস ও মেম্বার প্রার্থীদের এসএসসি পাস হতে হবে এই মোতাবেক বিধিনিষেধ জারি করে তবে ইউনিয়ন পরিষদকে অজ্ঞতা-অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি আরও কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

ডবলু
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ

চতুষ্পদী

ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখলে যা দেখা যায়, তা হলো বাংলাদেশ বিভিন্ন কারণে শুধু বিখ্যাতই ছিল না, ছিলো সবার মাঝে সহমর্মিতায় জীবন যাপনের অসাধারণ চিত্র। আজ সবকিছু পাল্টে গিয়ে ভর করছে অরণ্যের হিংস্র জীবন যাপনের ধারা এই অঞ্চলে। পারছি না কেউ কাউকে সহ্য করতে, সম্মান কিংবা সহমর্মিতায় টেনে নিতে। আশ্চর্য লাগে যখন দেখি আমরাই পরিধান করে আছি প্রাণীকুলের রাজ পোশাক। মনে হয় এই রাজ পোশাকে আমরা এখন শ্রেষ্ঠ নই। হারিয়ে ফেলে সব ঐতিহ্য আত্মাকে পাষাণতায় সঁপে এখন আমরা পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে পরিবর্তিত সেই চারটি উঁচু দাঁত আর চারটি পা বিশিষ্ট জন্তুতে। যা প্রাচীনকাল থেকে ঘৃণিত ছিল, আছে এবং থাকবে।

অনীক
রিয়াদ, সৌদি আরব

কবে আসবে সে দিন

'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/ নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' সুকান্তের এ কবিতাটি কি স্রেফ একটি কবিতা? বড়রা কি পারে না কবি সুকান্তের মতো আমাদেরকে একটা নির্মল বাংলাদেশ উপহার দেয়ার অঙ্গীকার করতে? যেখানে আমাদেরকে স্কুলে পাঠিয়ে বাবা-মারা উদ্বিগ্ন হবে না। আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের বদলে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করবে না অভিভাবকগণ। কবে আসবে সে দিন?

সান্তনা রায় (সান্ত)
৬ষ্ঠ শ্রেণী, সোনাখুলী উচ্চ বিদ্যালয়, ডিমলা, নীলফামারী

হতাশা সবার জন্য

আজ যে অপহৃত হতে যাচ্ছে, কাল না হয় পরশু সে লাশ হয়ে যাচ্ছে। আর এটাকে দেশের অসুস্থ রাজনীতির ধারক-বাহকরা আইনশৃঙ্খলার অবনতি, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, অতিরঞ্জিত ও সরকারকে বিব্রত অবস্থায় ফেলে বিরোধী দল ইস্যু সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে পাল্টাপাল্টি মন্তব্য করেন। অন্যদিকে অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিও চালান সমান তালে। প্রতিটি মানুষের ধ্যান-ধারণা যেন 'যতো পাই ততো চাই আরো আরো চাই' উক্তির মতো। রাজা গেলো, রাজা এলো তবুও মানুষের হতাশা কাটলো না, বরং আরও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে দিন দিন। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস আর দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা যেখানে সেখানে সরকার আর বিরোধী দল খুনসুটির সস্তা বুলি আওড়ানোর কাজেই ব্যস্ত।

ম. শওকত আলী
২১/১, জিগাতলা